দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 20 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের শিক্ষক ডিপ্লোমাধারী

দুলাল হোসেন ●

মেডিক্যাল শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরিতে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়মনীতি মেনে দেওয়া হচ্ছে পদোন্নতি। কিন্তু এই পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার চেয়ে জ্যেষ্ঠতাকে মাপকাঠি করা হয়েছে। ফলে একদিকে অনেক কম বয়সী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, অন্যদিকে শুধু বেশি দিন কাজ করার কারণে ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকরা হচ্ছেন লাভবান।

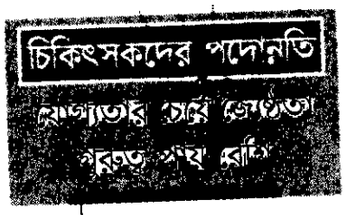

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানান, পদোন্নতির বর্তমান নিয়ম অনুসারে গুণগত মান নয়, গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে চাকরির মেয়াদকে। ফলে যাদের পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক বানানো হচ্ছে, তাদের কারো-কারো গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) আগে মেডিক্যাল কলেজগুলোর পদোন্নতির বিষয়টি দেখভাল করত। ওই সময় পর্যাপ্তসংখ্যক প্রকাশনা ও উচ্চতর ডিগ্রির পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে ইন্টারভিউ দিতে হতো। যারা ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হতেন, তারাই পদোন্নতি পেতেন। কিন্তু ২০১২ সাল থেকে দ্রুততার সঙ্গে শূন্যপদ পূরণে অধ্যাপক ছাড়া অন্যান্য পদে পদোন্নতির দায়িত্ব দেওয়া হয় সরকারের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটিকে (ডিপিসি)। শুধু সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির দায়িত্ব পড়ে প্রশাসনের সিনিয়র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের (এসএসবি) ওপর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য একটি নীতিমালা আছে। সেই নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হয়। তবে মেডিক্যাল শিক্ষা একটি বিশেষায়িত শিক্ষা। তাই এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৩

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চিকিৎসকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে একে যুগোপযোগী করা দরকার। তিনি বলেন, বিএসএমএমইউয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী কোনো শিক্ষককে পাঠদানের সুযোগ দেওয়া হয় না। অন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী যেসব শিক্ষক আছেন, তারা তো চাইলে বিশেষজ্ঞ কোর্সগুলো সম্পন্ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) কোষাধ্যক্ষ ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. আবু ইউসুফ ফকির বলেন, কোনো চিকিৎসক এমবিবিএস পাস করার পর ইন্টার্ন কোর্স সম্পন্ন করে ৫ বছরমেয়াদি ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মেডিসিন অব সার্জারি (এমএস) এবং চার বছরমেয়াদি ফেলো অব দ্য ফিজিসিয়ানস সার্জন (এফসিপিএস) কোর্সে ভর্তি হয়ে ৩৫-৩৬ বছর বয়সে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হচ্ছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে ১০-১৫ বছর দায়িত্ব পালনও করেন। কিন্তু পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাকে মূল্যায়ন করা হয় না। অন্যদিকে যিনি বিসিএস দিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করার পর মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে ছেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫-২০ বছর দায়িত্ব পালন শেষে পঞ্চাশ বা পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে গিয়ে এমডি, এমএস বা এফসিপিএস কোর্স সম্পন্ন করেন, তিনিই দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে যান। অর্থাৎ যিনি আগে চাকরিতে যোগদান করেছেন তিনি দক্ষতা না থাকলেও পদোন্নতি পাচ্ছেন। আর যিনি আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কোর্স সম্পন্ন করেছেন, কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন, তার পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয় না। পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকরির মেয়াদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমার মতে, উচ্চশিক্ষা ও চাকরির মেয়াদ– এ দুটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই পদোন্নতির নিয়ম চালু করা উচিত। অন্যথায় একসময় দেশে গুণগত মানের চিকিৎসক সংকট হবে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানান, দেশের প্রায় ২০ শতাংশ চিকিৎসক এমবিবিএস পাস করার পর এক বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা করেন। কিন্তু তারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কোর্স (এমডি, এমএস, এফসিপিএস) বা বিএমডিসি অনুমোদিত বিদেশি কোনো ডিগ্রি অর্জন করেন না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কোর্স সম্পন্ন করা ছাড়াই তারা পদোন্নতি পেয়ে সহকারী অধ্যাপক থেকে পর্যায়ক্রমে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হন। এসব ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকই হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোতে চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি পাঠদান করেন সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোয়। মেডিক্যাল বিশেষায়িত শিক্ষা হওয়ায় আগে পিএসসির পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় প্রার্থীর উচ্চতর ডিগ্রি ও প্রকাশনাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। পদোন্নতির জন্য প্রার্থীদের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সামনে পরীক্ষায় বসতে হতো। কিন্তু বর্তমান নিয়মে কোনো বিশেষজ্ঞের মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন নেই। জ্যেষ্ঠ হলেই মিলছে পদোন্নতি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক পরিচালক বলেন, এখন যে নিয়মে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে, তাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কিছুই করার নেই। এ নিয়ম পরিবর্তন করতে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আগে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি ইন্টারভিউ বোর্ডে মেধা যাচাইপূর্বক পদোন্নতি দেওয়া হতো। এখন সেটি নেই। এতে তুলনামূলক অদক্ষরাও পদোন্নতি পাচ্ছেন। এ নিয়ম পরিবর্তন করা না হলে একসময় মেধাবী চিকিৎসকের অভাব দেখা দেবে। তিনি আরও বলেন, যদি ডিপ্লোমা চিকিৎসকরা পদোন্নতি পেয়ে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হয়ে যান এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু শেখা থেকে বঞ্চিত হবেন। কারণ ডিপ্লোমা, এমডি, এমএস, এফসিপিএস– একেকটি কোর্সের পড়াশোনা একেক রকম। মেডিক্যাল বিশেষায়িত শিক্ষা, যেখানে যোগ্যতা অর্জন করেই অন্যকে যোগ্য করে তুলতে হয়। আমার মতে, বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় যথাযথ মূল্যায়নের জন্য পদোন্নতি বোর্ডে দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাখা প্রয়োজন। সিনিয়র সচিবরা অবশ্যই পুরো প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেবেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা শুধু যারা পদোন্নতি পাবেন, তাদের ইন্টারভিউ নেবেন।

এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক সাবেক অ্যাডভাইজার এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিক্যাল এডুকেশনের সিনিয়র অ্যাডভাইজার অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক বলেন, তিনটি বিষয় বিবেচনা নিয়ে মেডিক্যাল শিক্ষকদের পদোন্নতি দিলে আগামীতে দেশে অনেক মেধাবী শিক্ষক তৈরি হবে। প্রথমত, মেধা ছাড়া আর কোনো পদ্ধতির ভিত্তিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, একজন চিকিৎসককে সব সময় জ্ঞানের চর্চা করতে এবং প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তৃতীয়ত, দেখতে হবে পাঠদান পদ্ধতির ওপর পদোন্নতি প্রার্থীর কোনো প্রশিক্ষণ আছে কিনা।

একজন অধ্যাপক জানান, যখন চিকিৎসক পাওয়া যায়নি তখন ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী চিকিৎসকদের পদোন্নতি দিয়ে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক করা হয়েছে, এটি ঠিক। এখন তো পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্সসম্পন্নকারী চিকিৎসকের অভাব নেই। তাই ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী চিকিৎসকদের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম করা দরকার। কারণ একজন কনসালট্যান্ট যখন পদোন্নতি পেয়ে সহকারী অধ্যাপক হন, তখন থেকেই তিনি মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের প্র্যাকটিক্যাল ও লেকচার ক্লাস নেন। এক বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স করে যারা সহকারী, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই হৃদরোগ, জেনারেল সার্জারি, নিউরোসার্জারিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন। একজন চিকিৎসক যখন সহযোগী অধ্যাপক হন, তখন তার নেতৃত্বে একটি আলাদা ইউনিট পরিচালিত হয়। যিনি নিজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের (এমডি, এমএস ও এফসিপিএস) কোর্স করেননি, তিনি কীভাবে একজন জটিল রোগীকে চিকিৎসা দেবেন? এমন সহযোগী অধ্যাপকও আছেন যিনি ভয়ে আলাদা ইউনিট নিচ্ছেন না। এমন আরও চিকিৎসক আছেন। তাদের ইউনিটে ভর্তি হওয়া রোগীর জীবন কতটা নিরাপদ? ওই অধ্যাপক আরও বলেন, এমবিবিএস পাস করার পর একজন চিকিৎসক ইন্টার্ন শেষ করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হন। এসব শিক্ষার্থীর প্র্যাকটিক্যাল ও লেকচার ক্লাস করান একজন ডিপ্লোমাধারী সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক। যিনি নিজেই এমডি, এমএস বা এফসিপিএস কোর্স করেননি, তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কী পড়াবেন? উনার কাছ থেকে কী শিখবে বিশেষজ্ঞ কোর্সের চিকিৎসকরা? এটি তো ম্যাট্রিক পাস শিক্ষকের ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষার্থীদের পড়ানোর মতো।